BENGALEE.

*School Series.* No. 12.

# THE LIFE AND DEATH

OF

# LADY JANE GREY.

ইংগ্লণ্ড দেশীয়

# লেডি জেন্ গ্রে

সা[illegible] যুবতির প্রাসঙ্গ ইতিহাস পুস্তক।

Calcutta:

FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

## ইংলণ্ড দেশীয়,

# বিবি জেন্ গ্রে নাম্নী,

### সচ্চরিত্র এক যুবতীর প্রসিদ্ধ ইতিহাস পুস্তক।

---

ইংরাজী সন্ ১৫৩৫ সালে লেডি জেন্ গ্রে নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত হেন্‌রি গ্রে। তাঁহার মাতা ইংলণ্ডের বাদশাহ সপ্তম হেনরির পৌত্রী ছিলেন। ঐ শ্রীমতী জেন্ গ্রে অতিশয় সুলক্ষণা এবং অতুল্য পরম সুন্দরী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অঙ্গ সৌন্দর্য্যহইতেও মনের অধিক সৌন্দর্য্য ছিল, যে হেতুক পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার মনের দৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি লেখা পড়া ও সূচী [illegible] ও [illegible] বাদ্য প্রভৃতি স্ত্রী লোকের শিক্ষণীয় তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া সেই সকল বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] সভাপতি দুই জন জ্ঞানি পাদরী তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ জেন্ গ্রের এমন [illegible] অভ্যাস হইয়াছিল, যে স্বদেশীয় ভাষা কেবল শুদ্ধ রূপে লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন এমন নয়, কিন্তু দুই তিন [illegible] লিখিতে ও কহিতে জানিতেন। [illegible]

গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ-

গুণ ছিল, এবং কঠিন২ যে সকল বিষয় তাহা অনায়াসে বুঝিতে এবং তদ্বিষয়ে বিবেচনা পূর্ব্বক কথা কহিতে এমন উপযুক্তা ছিলেন, যে তাহা দেখিয়া শুনিয়া অতি বিজ্ঞ লোকেরাও চমৎকার বোধ করিতেন। অপর তাঁহার এই সকল মহদ্গুণ থাকিতেও অহঙ্কারপথে কখন গমন ছিল না, বরং অত্যন্ত নম্রশীলা ছিলেন।

ঐ জেন গ্রে কখন২ ষষ্ঠ এডওআর্ড বাদশাহের গৃহে যাইতেন, আর ঐ বাদশাহ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, যে হেতু তাঁহার পিতা ঐ বাদশাহের গোষ্ঠী, এবং বড় অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের গৃহে অধিক ক... থাকিয়া, পল্লীগ্রামে পিত্রালয়ে কাল যাপন করিতেন। সেই গ্রামস্থ রজর আস্কাম নামক খ্যাত্যাপন্ন এক জন বিজ্ঞ মনুষ্য, তিনি জরমানি দেশে যাইবার সময়েতে, ঐ জেন গ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তাহার পিত্রালয়ে গিয়া পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। ঐ বিজ্ঞ জন তাঁহার পিত্রালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার পিত্রাদি সপরিবারে ...ত্ত গমন করিয়াছেন। একাকিনী জেন গ্রে গ্রীক পুস্তক পাঠে নিমগ্নচিত্তা

বসিয়া আছেন। পরে পরস্পর কিছু আলাপ করিয়া ঐ রজর আস্কাম শ্রীমতী জেন্ গ্রেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমার পিত্রাদির সমভিব্যাহারে আহ্লাদিতা হইয়া মৃগয়া নিমিত্তে তুমি কেন গমন কর নাই? তাহা শুনিয়া চন্দ্রমুখী জেন্ গ্রে ঈষদ্ধাস্য বদনা হইয়া মধুর বাক্যদ্বারা উত্তর করিলেন, যে শুন মহাশয়, তাঁহারা প্রকৃত যে সুখ, অর্থাৎ পারমার্থিক আনন্দ তাহা আস্বাদন না করিয়া যে কেলিবিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তাহা আমার এই পুস্তকাধ্যয়নের সহিত মিলন করিয়া বিবেচনা করিলে ঐ কেলিবিষয় কেবল নিরর্থক বোধ হয়। ইহা শুনিয়া ঐ বিজ্ঞ মনুষ্য পুনর্ব্বার জেন্ গ্রেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ও বুদ্ধিমতি, তুমি কি প্রকারে এমন জ্ঞানের উপার্জ্জন করিয়াছ? তাহাতে জেন্ গ্রে কহিতেছেন; ও বিজ্ঞ মহাশয়, তাহা শুনিয়া আপনি আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, যে হেতু জগদীশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ, অর্থাৎ আমার বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য হেতু এই দুই, আমার প্রতি পিতা মাতার অকরুণত্ব, ও শিক্ষকের অতি স্নেহ। যেহেতুক আমার পিতা মাতা আমার প্রতি তাড়ন তর্জ্জনাদি রূপ নানা কঠিনতাচরণদ্বারা যথেষ্ট স্নেহ শূন্যত্ব প্রকাশ করিয়া কোন প্রকা-

রে আমার পাঠবাধ করিতে দেন নাই, এবং আমার অধ্যাপক মহাশয় আমার প্রতি অতি স্নেহ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক নানা শাস্ত্রোপদেশদ্বারা আমাকে জ্ঞান দিয়াছেন, অতএব কোন কেলিবিষয়ে আমার ইচ্ছা হয় না। এই কথা শুনিয়া ঐ রজর আস্কাম জেন্ গ্রের প্রতি বড় তুষ্ট হইয়া গমন করিলেন।

পরে জেন্ গ্রের দুই মাতুলের পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পিতা ও রাজা নর্থম্বুলান্দ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া লণ্ডন নগরে শ্রীযুত বাদশাহের নিকটে নিযুক্ত হইলেন, একারণ ঐ লেডি জেন্ গ্রেও পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সুতরাং রাজধানী নিবাসিনী হইলেন। কিছু কাল পরে ঐ বাদশাহের কোন রোগোৎপত্তি হইয়া দিনে২ ঐ রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে ঐ নূতন পদাভিষিক্ত দুই ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হইলেন, কেননা তাঁহারা জানেন যদি বাদশাহের পরলোক প্রাপ্তি হয় তবে স্বীয়২ পদের ব্যাঘাত কিম্বা প্রভুত্বের বিনাশ সম্ভাবনা হইতে পারে, একারণ এই দুই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন, যে আমাদিগের বংশমধ্যে কেহ এই বাদসাহের উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয় এমত সম্ভাবনা কোন প্রকারে নাই; অত-

এর লেডি জেন্ গ্রে রূপবতী, ও নানা গুণবতী, ও প্রায় সর্ব্ব লোকের প্রেমপাত্র হইয়াছেন, এবং বাদশাহের আত্মীয়াও বটেন, অতএব তাঁহাকে বাদশাহ পদে অভিষিক্তা করিয়া রাজ্যেশ্বরী করিলে ভাল হয়; তবে আমাদিগেরও কোন উদ্বেগ থাকিবে না, এই পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিলেন।

পরে এ বিষয়ের সহায়তার নিমিত্তে বহু গোষ্ঠিক, এবং পরম বন্ধু ও ধনবান্, ও মহা পরাক্রান্ত, রাজা গিল্‌ফর্দের সহিত শ্রীমতী জেন্ গ্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তির সেই গুপ্ত পরামর্শ ঐ দম্পতীর অর্থাৎ গিল্‌ফর্দের ও জেন্ গ্রের কিছুই জ্ঞাত ছিল না।

পরে বাদশাহের আসন্ন কালোপস্থিতি হইলে রাজা নর্থম্বুলান্দ বাদশাহের নিকটে গমন করিয়া বাদশাহের ভগিনী মেরী ও এলিসেবেথ উত্তরাধিকারিণী নহে এমত প্রতিকূল বাক্য দ্বারা আত্ম মনোভীষ্ট সিদ্ধি নিমিত্তে শ্রীমতী জেন্ গ্রের প্রতি সানুকূল হইয়া বাদশাহকে কহিতে লাগিলেন, যে এই বিবি জেন্ গ্রে রাজবংশীয়া, ও নানা গুণবতী, সত্য ধর্ম্ম পরায়ণা, এবং স্বজাতীয়দিগের সম্মতা, অতএব মহারাজ যখন আপনি রাজ্যের মঙ্গলাদি চিন্তা করিবেন, তখন সম্পর্কীয় ব্যক্তিতে অনুরোধ পরি-

ত্যাগ করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে যথার্থরূপে বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবে। এই মন্ত্রণা প্রদান করিয়া বাদশাহের প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ কএক জন উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে তাহাদিগের কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত বিবি জেন্ গ্রের নিরুপম রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলেন, ও আপনার পিতৃদত্ত দানপত্র স্বীকার না করিয়া ভগিনীদের দাওয়া না মানিয়া শ্রীমতী জেন্ গ্রেকে স্বকৃত নূতন দানপত্র দিয়া রাজ্য প্রদান করিলেন।

পরে কিঞ্চিৎ কালানন্তর বাদশাহ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অপর কি প্রকারে এই নূতন দানপত্রের প্রামাণ্য হইয়া এই অসাধ্য কর্ম্মের সিদ্ধি হইবে, অর্থাৎ শ্রীমতী জেন্ গ্রে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবেন, এই রূপ চিন্তা করিয়া সেই দুই জন এই নিশ্চয় করিলেন, যে যদবধি রাজ্য নূতন রাজ্যেশ্বরীর শাসিত না হয়, তদবধি বাদশাহের মৃত্যু সংবাদ গোপনে রাখা উচিত। ইহা বিবেচনা করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিবার বাঞ্ছাতে উত্তরাধিকারিণী রাজ ভাগিনী লেডি মেরীকে কারা গৃহে বদ্ধা করিবার নিমিত্তে প্রবঞ্চনা করিয়া শ্রীমতীর লেডি মেরীর নিকটে বাদশাহের নাম সহী দিয়া এক পত্র পাঠাই-

লেন, যে তুমি শীঘ্র আমার গৃহে আগমন করিবা কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে; এই পত্র পাঠমাত্র ঐ লেডি মেরী অতি দূর পল্লীগ্রাম নিজ ধাম-হইতে ত্বরায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ পথে আসিয়া কোন প্রকারে বাদশাহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এ কারণ এই মায়াজালে পতিতা হইলেন না।

অনন্তর প্রজা সকলের সহায়তা নিমিত্তে ও লেডি জেন্ গ্রেকে সম্মতা করিবার নিমিত্তে, আরও কিছু দিন বাদশাহের মৃত্যু সমাচার গোপনে রাখিয়া রাজা হেনরি গ্রে নিজ কন্যার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, যে শুন, বাদশাহ তোমার নামে দানপত্র লিখিয়া আপনি সহী করিয়া তোমাকে সমুদায় রাজ্য দিয়াছেন, ইহাতে মন্ত্রিবর্গ ও প্রধান২ সেনা-পতিরা তোমাকে রাজ্যেশ্বরী করিতে স্বীকৃত আ-ছেন। এই কথা কহিয়া ঐ জেন্ গ্রের পিতা ও নর্থম্বু-লান্দ উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শ্রীমতী জেন্ গ্রেকে রাজ্যেশ্বরী জ্ঞানে সম্মান করিতে লাগিলেন।

তাহাতে বিবি জেন্ গ্রে ঐ কথা শুনিয়া চমৎকৃতা হইলেন, এবং অন্তঃকরণে আহ্লাদিতা না হইয়া সংকুচিতা হইলেন, এবং কহিলেন, যে শুন ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থানসারে রাজার ভগিনী রাজ্যের উত্ত-

রাধিকারিণী আছেন, আমি উত্তরাধিকারিণী কি প্রকারে হইতে পারি? আর যদ্যপি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া মূঢ়ত্ব প্রকাশ করি, তবে সে কর্ম্ম ঈশ্বরের অসন্তোষজনক হইবে, এবং সকল লোক উপহাস করিয়া কহিবে, যে আমি মশাকে ছাড়ি উটকে গিলি, অর্থাৎ আমার গলায় মশা বাধে আমি যে উটকে গিলিব ইহা অতি অসম্ভব! অতএব সাধ্য কর্ম্মেতেই আমি অসমর্থা অত্যন্তাসাধ্য এই রাজ্যবিষয়ে প্রবৃত্তা হইলে, কেবল লোকের নিন্দাস্পদ হইতে হয়। আমি এমন মূঢ়া নই, যে এখন আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগের কর্তৃক দত্ত রাজ্য রূপ স্বর্ণ শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধা হইতে আমি বাঞ্ছা করি। এবং যে সুখ জন্মে তাহাতেও বহু মূল্য বস্ত্রাদি ও নানা মণিময় মুকুটাদি ভূষণ বিষয়ে মনের শান্তি আমার ইচ্ছা নাই, কেননা রাজ ভূষণাদি বিষয়ে লুব্ধা হইয়া আমি শান্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব মহাশয়েরা যদি আমার মঙ্গলেচ্ছুক হয়েন তবে আমার এই নিবেদন, যে নানা বিপদের মূলীভূত উচ্চপদ অপেক্ষায় বরং নিরুদ্বেগ ক্ষুদ্র পদে আমাকে রাখিতে আজ্ঞা করুন।

এই প্রকার শ্রীমতী জেন গ্রে উত্তর করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতার ও পরিবার সমুদায়ের

যথেষ্ট উপরোধ ও বিনয় খণ্ডন করিতে না পারিয়া রাজ্যেশ্বরী হইতে শেষে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু যখন ঐ দুই রাজা শ্রীমতী জেন গ্রেকে রাজ পরিচ্ছদে লণ্ডন নগরের কেল্লার ভিতরে লইয়া গেলেন, তখন তিনি অশাস্ত্রীয় কর্ম্মজ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণে আত্যন্তিক নিরানন্দা হইয়াছিলেন।

পরে নগরের সর্ব্বত্র শ্রীমতী জেন্ গ্রে রাজ্যেশ্বরী এই নাম ঘোষণা হইল বটে, কিন্তু তাহার রাজত্ব মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শীঘ্র লুপ্ত হইল, যে হেতু নগরের সামুদায়িক লোক সেই মাসের ঊনবিংশতি দিবসে বাদশাহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মেরীকে আনাইয়া অভিষিক্তা করিয়া রাজ সিংহাসনে উপবেশন করাইল। তাহা দেখিয়া রাজা শ্রীযুত্ হেনরি গ্রে আপন কন্যা শ্রীমতী জেন্ গ্রের নিকটে গমন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, যে তোমাকে রাজ্য পদচ্যুতা হইতে হইবে, একথা শুনিয়া শ্রীমতী জেন্ গ্রে বিষন্না না হইয়া উত্তর করিলেন, যে পূর্ব্ব সম্বাদহইতে আজি আমার এ সম্বাদ উত্তম বোধ হইল, কেননা আপনার অনিচ্ছাতে তোমাদিগের আজ্ঞা প্রযুক্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়া ঈশ্বরের

নিকটে অপরাধিনী হইয়াছি; অতএব আমি আনন্দ পূর্ব্বক এই রাজমুকুট পরিত্যাগ করিতেছি, তাহাতে যেন তোমাদিগের দোষের ক্ষমা হয়।

তদনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার অল্পকালীন রাজ্য পদচ্যুতি হইয়া অত্যন্ত দুঃখোপস্থিতি হইল, অর্থাৎ অত্যল্প দিনের পর তাঁহার সপরিবার শ্বশুরাদির এবং আরং বন্ধুরূপ অনেক মান্য লোকের সহিত কারাগৃহে তিনি বদ্ধা হইলেন। কিছু দিনানন্তর তাঁহার শ্বশুরের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পিতাও কারাগারস্থ হইলেন। আর সন ১৫৫৩ সালের ৩ অগ্রহায়ণে তাহার স্বামিকে এবং তাঁহার এক জন আত্মীয় ক্রান্‌মের নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ও আরং সমস্ত লোককে ঐ জেন্ গ্রের সহিত কারাগারহইতে আনাইয়া বিচারকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত করিল। তাহাতে বিচারকর্ত্তা রাজদ্রোহাপরাধ নিশ্চয়দ্বারা মহা দোষী করিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিয়া পুনর্ব্বার কারাগৃহে প্রেরণ করিলেন। কারাগারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কাল যাপন করিলেন।

পরে এক মাস বহির্ভূত হইলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের তাদৃশ কঠোর নিয়মের কিঞ্চিৎ শিথিলতা হইল, অর্থাৎ কেল্লার মধ্যস্থ উদ্যানে সুখস্পর্শ বায়ু সম্ভো-

গার্ণে যাইবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যেশ্বরী শ্রীমতী মেরীর অনুমতি পাইলেন, এবং অন্য২ বিষয়ে ও কিঞ্চিৎ কৃপা চিহ্ন দেখিয়া লোকের বোধ হইল, যে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রাণরক্ষাও বা হইতে পারে ; কিন্তু সে ভরসা শীঘ্র ফলশূন্যা হইল, যে হেতুক শ্রীমতী মেরী কিছু দিন পরেই তাঁহাদিগের প্রাণ লইতে স্থির করিয়াছিলেন. কিন্তু এ কথা শুনিয়াও শ্রীমতী জেন্ গ্রে উদ্বিগ্না হইলেন না, কেননা এমন দুর্ঘটনা হইবে, ইহা পূর্ব্বেই স্বীয় বিবেচনাদ্বারা জ্ঞাত ছিলেন ; এ কারণ ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা পূর্ব্বক পরকালের শুভ চিন্তা সর্ব্বদা করিতেন। তিনি কারাগার নিবাসিনী হইয়া চির দিন কেবল আপন পরকাল চিন্তা করিয়াছিলেন, এমন নহে, কিন্তু অন্য২ লোকদের ও মঙ্গলদায়ক উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মরিবার পূর্ব্ব রাত্রে ধর্ম্ম পুস্তকের শেষের সাদা পত্রে যে পত্র লিখিয়া আপনার ভগিনী কাথারিনকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।

হে উত্তম ভগিনি, তোমার মঙ্গল আমি সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। বিশেষতঃ এইক্ষণে তোমাকে অমূল্য রত্ন স্বরূপ এক পুস্তক পাঠাই-

অছি, ইহা পাঠ করিলে জ্ঞাত হইবা যে পরমেশ্বর আমাদিগকে দীনহীন দেখিয়া দান পত্রের স্বরূপ করিয়া এই শাস্ত্র দিয়াছেন ; যদ্যপি ইহ পাঠ করিয়া সমুদায় শিক্ষা বোধগম্য হয়, তবে জ্ঞান করিবা, যে অমূল্য রত্ন বটে, এবং ঐ সকল শিক্ষাকে মান্য করিয়া চিনিলে, পরকালে অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইবা ; অতএব লিখিতেছি যে ঈশ্বরদত্ত নির্ম্মল শাস্ত্রেতে মনোনিবেশ কর। এমন ভাবিও না, যে আমার এইক্ষণে যৌবনকাল বিষয় সুখ ভোগের সময় এবং মরণের অধিক বিলম্ব আছে, অতএব শেষাবস্থায় শাস্ত্রানুসারে চলিব, তাহা কখন জ্ঞান করিও না ; যে হেতু বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেরি সর্ব্বদা সমান মৃত্যু ভয় আছে, মৃত্যু কাহারো বশীভূত নহে, কখন কাহাকে গ্রাস করে কিছু জানা যায় না ; অতএব সর্ব্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম করিতে উচিৎ হয়। অতএব লিখিতেছি, যে তুমি আপনার পাপের নিমিত্তে অনুতাপিনী হইয়া প্রভু যিশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস রাখিয়া তাহার পদ চিহ্ন দিয়া পশ্চাৎ গমন করহ। তোমার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, যে জীবদ্দশাতে তাঁহাকে ভয় করিয়া অন্তিমকালে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ কর। ঈশ্বরের নামে তোমাকে এই

উপদেশ দিতেছি যে সত্য ঈশ্বরের পথ ত্যাগ করিয়া কুপথাবলম্বিনী হইও না।

সন ১৫৫৪ শালের ১২ ফাল্গুনে শ্রীমতী জেন্ গ্রের এবং তাঁহার স্বামির মৃত্যুদিন নিরূপিত হইয়াছিল। সেই দিবসের প্রাতঃকালে তাঁহার স্বামী কারালয়মধ্যে অন্য মহলবর্ত্তিনী প্রাণপ্রিয়া পত্নী শ্রীমতী জেন্ গ্রের সহিত জন্মের মত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বারিদিগের অনুমতি প্রার্থনা করাতে তাহারা সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু লেডি জেন্ গ্রে অসম্মতা হইয়া স্বামিকে জানাইলেন, যে এইক্ষণে আমাদিগের পরস্পর সন্দর্শন কেবল মনোদাহের সম্পূর্ণ কারণ হইবে; এবং মনের হর্ষবৃদ্ধি না হইয়া কেবল কাটাঘায়ে লবণ প্রক্ষেপের ন্যায় হইবে। যদি তোমার মন স্থির না থাকে, তবে আমার দর্শনে কিম্বা বাক্য শ্রবণে কখন মন স্থির হইবে না; অতএব যদবধি আমরা স্বর্গারোহণ না করি, তদবধি সাক্ষাৎ না হইলে ভাল হয়; কেননা সেখানকার যে বন্ধুতা ও আনন্দ এবং মিলন সকলি অভঙ্গনীয়।

তদনন্তর কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে তাঁহার স্বামিকে বধ করিতে লইয়া যায়, এই কথা শ্রবণ করিয়া বিবি জেন্ গ্রে খেদ সমুদ্র উথলিয়া চক্ষুর্জলে অভিষিক্তা

হইলেন, কিন্তু আপনারও ঐ প্রকার মৃত্যু হইবে ইহা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষুর জল সম্বরণ করিলেন। সৎকালে তাঁহার স্বামিকে লইয়া যায় তখন তিনি গবাক্ষ দ্বার হইতে দৃষ্টি করিয়া কোন প্রেমের চিহ্ন দেখাইলেন। অনন্তর তাঁহার স্বামী মরণস্থানে উপস্থিত হইয়া মঞ্চোপরি উঠিয়া অনেক২ ... প্রকাশ পূর্ব্বক কুঠারাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে তাহার মৃত শরীর ও ছিন্ন মস্তক শকট মধ্যস্থ করিয়া কিল্লার গুাজা ঘরে লইয়া গেল। লেডি জেন্ গ্রে এই অমঙ্গল দেখিয়াও ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া সাহস পাইয়া অতিশয় খেদান্বিতা হইলেন না।

পরে কিল্লার অধিপতিবর্গ আসিয়া বিবি জেন্ গ্রেকে বধ নিমিত্ত গ্রামের মধ্যে লইয়া গেলেন; কেননা পূর্ব্বে ঐ অধিপতিগণেরা বিবেচনা করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই এক কালে এক স্থানে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পশ্চাৎ এই বিবেচনা করিলেন, যে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই সকল লোক অতিশয় ভাল বাসে, যদ্যপি এক স্থানে উভয়কে বধ করা যায় তবে অত্যন্ত কলরব ও হাহাকার শব্দ হইবে; একারণ গ্রামমধ্যে বিবি জেন্ গ্রেকে লইয়া গেলেন।

পরে বিবি জেন্ গ্রে শ্মশান স্থানে মঞ্চোপরি আরোহ

হণ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে যথেষ্ট প্রার্থনা করিয়া তত্রাগত লোকদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক মধুর বিনয় ভাষাদ্বারা কহিতে লাগিলেন, যে হে মান্য মহাশয়েরা, হে উত্তম খ্রীষ্টিয়ানেরা, যাহারা আমার মৃত্যু সন্দর্শন করিতে আসিয়াছ, তোমাদিগের নিকটে আমার এই নিবেদন, যে দেখ, তুচ্ছ বিষয় লোভের নিমিত্তে এ রাজ্যের ব্যবস্থানুসারে আপনার জীবনের উপর আঘাত জন্মাইলাম, কিন্তু সে বিষয়ে আমিও এক প্রকার নিরপরাধিনী হইতে পারি, যে হেতু অনিচ্ছাধীন কেবল অন্য লোকের পরামর্শেতে আমি রাজ্যেশ্বরীর নিকটে অপরাধিনী হইয়াছি, এতদ্ভিন্ন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি ও তাঁহার নিকটে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত আরো কত অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্তে জগদীশ্বর আমাকে এই প্রকারে বধ করিতে স্থির করিয়াছেন; তথাচ তাঁহার প্রশংসা করি, কেননা তিনি আমাকে পরামনন করিবার ও যিশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপক্ষমা পাইবার নিমিত্তে অবকাশ দিয়াছেন; একারণ তোমাদের নিকটে বিনয় করিয়া কহিতেছি, যে হে মহাশয়েরা, যৎকাল পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকে তদবধি আমার নিমিত্তে এই প্রার্থনা কর, যেন পরমেশ্বর পাপ সমূহহইতে আমাকে মুক্তা করেন। আর আমি যে এক

জঃ সত্য খ্রীষ্টিয়ানী তাহা আপনারা সকল সাক্ষী হইয়া প্রকাশ করিবেন।

ইহা কহিয়া গাম্ভীর্য্য ভাবে হাঁটু গাড়িয়া দাউদের একান্ন গীত মুখস্থ পাঠ করিলেন; পরে তাঁহার গানের পুস্তক কিল্লার অধিপতিকে দিলেন, এবং আপনার দস্তানা ও রুমাল দুই দাসীকে দিলেন। আর যখন তিনি আপনি গায়ের লবেদা খুলিতে লাগিলেন, তখন শৌনিক, অর্থাৎ জল্লাদ, তাহার সহায়তা করিতে চাহিল, তাহাতে তাহাকে বারণ করিয়া দাসীদিগের প্রতি অবলোকন করিলে তাহারা অনেক সহায়তা করিল; এবং চক্ষু বাঁধিবার কারণ এক খান রুমাল দিল। ঐ জল্লাদ তাহার নিকটে হাঁটু গাড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, পরে তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ক্ষমা করিলেন। পরে জল্লাদ মস্তকচ্ছেদনার্থ গুঁড়ি কাষ্ঠের নিকটে যাইতে কহিলে পর তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিলেন, যে আমাকে শীঘ্র বধ কর। আর জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ গুঁড়ি কাষ্ঠের উপরে আমার গলদেশ নমনের পূর্ব্বে মস্তকচ্ছেদন করিবা কি না? তাহাতে জল্লাদ উত্তর করিল, যে নমন না করিলে ছেদন করিব না; পরে চক্ষুতে রুমাল বন্ধন করিলে পর বিবি জেন্ গ্রে ঐ কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে লাগি-

লেন, তাহাতে কোন ব্যক্তি হস্ত ধরিয়া দেখাইয়া দিল। পরে ঐ বধকাষ্ঠেতে গলদেশ নমন করিয়া কহিলেন, যে হে প্রভো, তোমার হস্তে আমার প্রাণকে সমর্পণ করি, এই বাক্য তাহার মুখহইতে নির্গত হইতেই তৎক্ষণাৎ জল্লাদ কুঠারদ্বারা মস্তক ছেদন করিল।

এমত প্রকারে তাঁহার কালপ্রাপ্তি হওয়াতে নগরবাসী তাবৎ লোক অন্তঃকরণের মধ্যে বড়ই দুঃখিত হইল, যে হেতুক তিনি কেবল অন্যের সম্মানাকাঙ্খার জন্যে আপনার প্রাণকে ফাঁদেতে ফেলিলেন। একারণ জীবদ্দশাতে যাদৃশী প্রশংসা সকলে করিত, মরিলে পরও সেই মত বিলাপ সকলে করিতে লাগিল। আর পাদরী বর্ণেট সাহেব লিখিয়াছেন, যে বিচারকর্ত্তা শ্রীযুত মর্গন সাহেব বিবি জেন্ গ্রেকে বধ করিতে আজ্ঞা দিয়া দুঃখেতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

অপর ঐ লোকের মরণানন্তর ঐ মাসের ২১ তারিখে তাঁহার পিতাকেও বধ করিল, কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিও বড় খেদ করিল না, কেননা তাহার কন্যা লেডি জেন্ গ্রে এমন গুণবতী ও পরোপকারিণী হইয়াও কেবল তাহার নিমিত্তেই আপনার প্রাণ হারাইলেন।